মেহেরপুরে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি, নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে দুটি দোকানো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার দীঘিরপাড় ও ঝাউবাড়িয়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। এসময় তার সাথে ছিলেন, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ অনেক পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি অননুমোদিত নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় দীঘিরপাড় এলাকার মেসার্স সেলিম স্টোরকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি এবং প্রস্তুতকৃত দইয়ে যথাযথভাবে মেয়াদ মুল্য না থাকা ও বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ সালের ৩৭ ও ৫০ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়। এছাড়া ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাত এর আওতায় কৃষি,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতের সফল উদোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সম্মাননা প্রদাণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামিম।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ রমজান আলীর সভাপতিতে এবং সংস্থার পরিচালক মোহাঃ কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জ মোঃ আরিফুল ইসলাম।

সম্মাননা প্রাপ্ত কৃষি উদ্যোক্তারা হলেন,গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মনিরুল ইসলাম,,জুগিরগোফা গ্রামের মাহাবুব আলম,গাড়াডোব গ্রামের শাহানাজ খাতুন ও রাহিলা খাতুন, বিদ্যাধরপুর গ্রামের ইদুৃল হোসেন এবং ধানখোলা গ্রামের মাছুরা খাতুন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ছয়জন সফল উদ্যোক্তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট,সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা কর্মচারিসহ বিভিন্ন এলাকার শতাধিক উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার সান্ধ্যকালিন অভিযান, পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট

এক সময় মাদক স্পটে বা বাড়িতে বিক্রি হতো। এখন তা যেন অনেকটা পাল্টে যাচ্ছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কৌশল পাল্টাচ্ছেন মাদক ব্যবসায়ীরা। দিন দিন মাদক বিক্রিতে নতুন নতুন ধরন তারা অবলম্বন করছে। স্পটে বিক্রির পাশাপাশি কৌশলে চলছে চায়ের দোকানে মাদক বিক্রি। কেউ কেউ মুঠোফোনে কল দিলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল যোগেও পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতাদের কাছে। এমন দৃশ্য মেহেরপুর শহর, গাংনী ও মুজিবনগরের সীমান্তের মাদক স্পটগুলোতে।

এদিকে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকার দোকানে দোকানে মাদক বিক্রি চলছে। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করলে এসবের সন্ধান পাওয়া যায়। বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ হানা দেয় বিভিন্ন মাদক স্পট ও চায়ের দোকানগুলিতে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন চায়ের দোকান ও মাদক স্পটে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইতোমধ্যে ২৫/৩০ জন মাদক সেবি ও মাদক কারবারী আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিছু মাদক কারবারী ও সেবিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। চায়ের দোকানগুলোতে কোনো ছাত্র ও যুবকদের পেলে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযানে সতর্ক করা হয় সংশ্লিষ্ট চা দোকানীদের।

সাইফুল ইসলাম আরও জানান, মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অভিযানকালে মাদকসেবীদের সনাক্ত করতে তাৎক্ষণিক ডোপ টেষ্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলাবাহিনীর জোরদার অভিযানও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের রাজাবাবু

দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের সেই রাজা বাবু। প্রায় আড়াই টন ওজনের রাজা বাবুকে শেষবারের মত দেখতে ইনছান আলীর বাড়িতে জমেছে এলাকাবাসির ভীড় । ঢাকা তেঁজগাও খেলার মাঠর হাটে পাওয়া যাবে দেশ সেরা রাজাবাবুকে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে ট্রাকে করে রাজাবাবুকে ঢাকার

উদ্যেশ্যে রওনা হয়েছে।

গরুর মালিক ইনছান আলী বলেন, তেঁজগাও খেলার মাঠের ওই হাটে রাজা বাবুর জন্য মঞ্চ তৈরী হয়েছে। ওখানেই আজকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে রাজাবাবুকে শেষবারের মত গোসল ও খাইয়ে দিয়েছেন ইনছান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন ও মেয়ে সেজুতি। শেষবারের মত আদর ও ভালবাসা দিয়ে চোখের পানি ফেলেছেন তারা। কারন, সাড়ে চার মাস বয়সি রাজা বাবুকে নিয়ে এসে অতি আদর যত্নে শাহিনা ও সেজুতিসহ বাড়ির মালিক ইনছান লালন পালন করেন।

ইনসান আলী গরুটির দাম হাকিয়েছেন ৩৫ লক্ষ টাকা। গত বছর কোরবানিতে রাজা বাবুর দাম হাঁকানো হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা। তবে, ক্রেতারা ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। সে দামে না বিক্রি করে রাজা বাবুকে আরো একটি বছর পালন করেন ইনছান আলী।

ইনসান আলী গাছান গরুটির ওজন ৬০ মণ দাবী করলেও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলছেন গরুটির মাংসের ওজন ৪০ মণ হতে পারে। তবে, ৪০ হোক আর ৬০ মন হোক এই রাজা বাবুই এবছরের কোরবানি ঈদে দেশের সবচেয়ে বড় গরু। এমনটাই দাবী করছেন গরুটির মালিক ও মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

জানা গেছে, গরুর মালিক মোনাখালি গ্রামের ইনছান আলী ও তার পরিবারের লোকজন আদর-যত্নের পাশাপাশি রাজাবাবুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

ইনছান আলী বলেন, ‘চার মাস বয়সী হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের রাজাবাবুকে ৮০ হাজার টাকায় কিনেছিলাম ৩ বছর আগে। পরিবারের একজন সদস্যের মতো করেই পরম আদর যত্নে লালন-পালন করে বড় করেছি তাকে। আদর করেই গরুটির নাম রেখেছিলাম মুজিবনগরের রাজাবাবু।

বিশাল আকৃতির এই ষাঁড়ের খাদ্য তলিকায় আছে কাঁচা ঘাস, সয়াবিন খৈল, ভুট্টা, ছোলা, গমের ভূষি, কলা ও বিচালি।’ রাজাবাবুকে দিনে ২০ কেজি দানাদার খাবার খেতে দিতে হয়। দানাদার খাবার সকালে ১০ কেজি এবং রাতে ১০ কেজি দিয়ে থাকেন বলে জানালেন ইনছান আলী।

ইনছান আলীর মেয়ে সেজুতি বলেন, ‘দেখতে বিশাল হলেও রাজাবাবু খুবই

শান্ত স্বভাবের, দিনে তিনবার গরুটিকে গোসল করানো হয়। রাজাবাবু আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতোই। ‘

ইনসান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন জানান, এ রাজাবাবুকে আমরা দীর্ঘ চার বছর ধরে লালনপালন করছি নিজের সন্তানের মতো, যত্ন করতে হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

মোনাখালি গ্রামের সুরুজ আলী বলেন, এই রাজাবাবুকে নিয়ে আমরা অনেকেই অহংকার করি। কারন এই গরুটির কারনেই বলতে গেলে মিডিয়ায় আমাদের গ্রামের নামটি তুলে ধরা হয়।

দারিয়াপুর গ্রামের স্বপন আলী বলেন, বাড়ির পাশে অনেকেই গরু পালন করছেন। তাদের মুখ থেকে রাজাবাবুর কথা শুনে দেখতে এসেছি। এটির অনেক সুন্দর ভালো লাগছে। দানব আকৃতির এই গরুটিই দেশ সেরা হতে পারে বলে আমরা মনে করছি।

মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান বলেন, ‘রাজাবাবুকে দেখতে গিয়েছি। প্রানিসম্পদের সুত্র অনুযায়ী লম্বায় সাড়ে ১০ ফুট, উচ্চতায় ৮ ফুট। গরুটির দৈর্ঘ ও বেড় অনুযায়ী গরুটির ওজন প্রায় ১৯০০ কেজি বা ৩৭.৫০ কেজিতে মণ হিসাবে ৪৮ থেকে ৫০ মণ। জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে আমরা গরুটির চিকিৎসা, খাদ্য তালিকা ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমার জানা মতে এই গরুটিই বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় গরু।’

মুজিবনগরে দু’টি দোকানে জরিমানা আদায়

মেয়াদ বিহীন দই ও মিষ্টি দীর্ঘদিন যাবৎ ফ্রীজে রেখে বিক্রি ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে দুটি দোকানে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে এই অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা শাখার কর্মকর্তা সজল আহমেদ।

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারের মেসার্স ইমরান ফুডস নামের প্রতিষ্ঠানে অনেক দিন আগের দই মিষ্টি ফ্রীজে রেখে বিক্রি ও মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ও ৩৮ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া একই এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অপরাধে মেসার্স আল মদিনা স্টোরকে একই আইনের ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় সহযোগীতায় ছিলেন, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও স্যানেটারী ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

গাংনীতে স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনায় মামলায় স্ত্রী গ্রেফতার, জেল হাজতে প্রেরণ

স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দায়ের করা মামলায় স্ত্রী জেসমিনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন পুলিশ।

আজ বুধবার (২১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার জেসমিন গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের মৃতু আলতাব হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে, গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় তার স্বামী আলতাব হোসেনকে ফেলে রেখে চুয়াডাঙ্গায় এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যায়। ওই দিন সন্ধ্যায় আলতাব হোসেন তার নিজ ঘরে আড়ার সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

করেন।

এঘটনায় আলতাব হোসেনের পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন, তার স্ত্রীর পরোকীয়ার কারনে আলতাব হোসেন আত্মহত্যা করেছেন। পরে আলতাব হোসেনের ভাই হাসানুজ্জামান বাদী হয়ে ভাবী জেসমিন ও তার পরোকীয়া প্রেমিক খড়মপুর গ্রামের মহির উদ্দীনের ছেলে আব্দুল মালেককে আসামি করে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ এনে প্যানাল কোড ৩০৬/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩৩, তারিখ ১৯/০৬/২০২৩ ইং। মামলার প্রধান আসামি আলতাব হোসেনের স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। তার কথিত প্রেমিক আব্দুল মালেককেও গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে।

মামলার আইও জহির রায়হান জানান, আলতাব হোসেনের দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়ে বিয়ে হয়ে শশুর বাড়ি ও ছেলেটি প্রবাসী। আলতাব হোসেনের বাড়ি আলমডাঙ্গা উপজেলার শালিকা উত্তরপাড়াতে হলেও প্রায় ২০ বছর আগে সে গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে তার শশুরবাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি ঘর তৈরী করেছেন। তবে, জমিটি তার স্ত্রী জেসমিন খাতুনের নামে। স্বামী বিদেশ থাকার কারনে, জেসমিন আব্দুল মালেকের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। স্বামী বাড়ি আসার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে সব সময় দূর্ব্যবহার করে আসছে। স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেচে নেন আলতাব হোসেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের উদ্যোগে শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর স্পনসর শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সকল সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায়,মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিভব দেওয়ানের সভাপতিত্বে শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক।

অনুষ্ঠানে ২২০ জন স্পন্সর শিশুকে ২৫ কেজি করে চাউল সাড়ে ৫ লিটার সরিষার তেল ১ কেজি গুড়া দুধ এবং ৮ টি খাতা ও ১৬ টি কলম প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর হাসপাতালে ওয়ার্ডমাস্টারের হাতে চিকিৎসক লাঞ্ছিত!

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আউটসোর্সিং এ নিয়োগপ্রাপ্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজল ইসলামের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন মেডিক্যাল অফিসার ফরহাদ পারভেজ।
গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সিঁড়ির নিচে এ লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজল শহরের বোসপাড়ার শাবান আলীর ছেলে। নিরাপত্তার অভাবে লাঞ্ছিত হয়েও বিষয়টি নিয়ে নিশ্চুপ ছিলেন ওই চিকিৎসক। পরে তিনি মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাসপাতালের ডাক্তার ও বাইরের একজন লোক সিঁড়ি থেকে নামতেই ওই ওয়ার্ডমাস্টার সজল ডাক্তারকে পেছন থেকে জামা ধরে টানাটানি ও গালি দিচ্ছিলেন। এসময় মেডিকেল অফিসার ছুটে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে কি নিয়ে এ লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটেছে তা কেউ জানাতে পারেননি।
তবে, চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজের কথা বলতে চাইলে তিনি লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বেশি কথা বলতে চাননি।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান বলেন, চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজ মেইল ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা দিয়ে ওষুধ কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিসহ সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। এসময় পেছন থেকে টেনে ধরে লাঞ্ছিত করেন ওয়ার্ডমাস্টার সজল। তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক খুলনাতে একটা মিটিংএ গেছেন। তত্বাবধায়ক ফিরলেই এই বিষয়টি নিয়ে বসা হবে।
মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, এই বিষয় শুনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। হাসপাতালের আরএমও মেহেদী হাসান চার্জে রয়েছেন। লাঞ্ছিত চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজকে থানায় গিয়ে জিডি বা মামলা করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া আমি মৌখিকভাবে মেহেরপুর পুলিশ সুপার ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। তারা আমাদের সকল বিষয়ে পাশে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাকে হাসপাতাল চত্তরে পাওয়া যায়নি। পরে মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন পোর্টালে সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ফোনে জানান, তিনি ভুল করে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভেবে ডাক্তারের সাথে এ ধরণের আচরণ করেছেন। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন না এবং ডাক্তারকে গালাগালিও করেননি।